বর্জ্যই লাভের উৎস

সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েত, বাগদা ব্লক

সাম্প্রতিক সময়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে যখন কঠিন বা তরল উভয় বর্জ্য ব্যবস্থাপণাই দিনে দিনে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। সেই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের অধীনে সমগ্র বাংলা জুড়েই মূলত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয় বিভিন্ন জেলায়। প্রকল্প রূপায়ণের সাথে সাথেই অত্যন্ত খ রচসাপেক্ষ এই কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন জেলায় তৈরি হলেও প্রকল্পটিকে লাভজনক উপায়ে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি সাধারণ গ ামবাসীদের সর্তক করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। কারণ হিসাবে রয়েছে, মানুষদের সচেতনতার অভাব, আর্থিক সঙ্কট এবং কিছু ক্ষেত্রে জমির অভাব।

তবে, বনগ্রাম উপবিভাগীয় অফিসের অন্তর্গত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী নদী, ঝিল, পুকুরে ঘেরা সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ব্লক ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ২০১৭ সালে সিন্দ্রানীতে প্রায় ২ বিঘা জমির ওপর রূপায়িত হয় কঠিন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।

কেন্দ্রটির রূপায়ণ এবং কর্মচারী নিযুক্তিকরণের পরেও প্রকল্পটিকে লাভজনক উপায়ে প্রতিস্থাপিত করাই ছিল প্রশাসণের লক্ষ্য। সে ক্ষেত্রে প্রথমেই কেঁচো সার উৎপাদনে জোড় না দিয়ে তারা এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতার প্রচার চালায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সারের উপকারিতার বিষয়ে। তাই প্রথম থেকেই এলাকাবাসীরা সজাগ থাকায় এই কেন্দ্রে বর্জ্য পৃথকীকরণে এবং অনুদান সংগ্রহে খুব বেশি সময় নষ্ট হয় নি। প্রায় ৩০ দিনের ব্যাপ্তিতেই তারা প্রায় ৩০০ কেজি সার উৎপাদনে সফল হয়েছে।

কেঁচো সারের উপকারিতা বিষয়ে এলাকার চাষীরা আগে থাকতেই জ্ঞাত ছিলেন এবং জমিতে ব্যবহারের সাথে সাথেই তারা ফল পাওয়ায় তাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ সারের বিক্রি নিয়ে কেন্দ্রটিকে চিন্তায় পড়তে হয়নি। পরবর্তীক্ষেত্রে চাহিদা দ্রুত মেটানোর তাগিদে তারা স্থানীয় কিছু লেদ কর্মীদের সাহায্য নিয়ে ব্যাটারি চালিত যন্ত্র তৈরি করেন যা দিয়ে বর্জ্যগুলিকে পিষ্ট করে সঙ্কুচিত করা যায়। যা পৃথকীকরণের পর পচনশীল বর্জ্যগুলিকে ভার্মিকম্পোষ্টে পিট দেওয়ার আগেই কিছুটা ঘন ও শুকনো করার কাজে লাগছে। এছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষামূলক উপায়ে বাগদা ব্লক সুপারভাইজার (টিএসসি) নির্মল চক্রবর্তী এবং কেন্দ্রের সদস্যরা উৎপাদনের সময়সীমা কমানোর এবং উৎপাদন বাড়ানোর ক্রমাগত চেষ্টা চালাচ্ছেন।

তবে, লাভের উৎস একমুখী না রেখে তারা অন্যান্য উপায়ে প্রকল্পটিকে আরও লাভজনক করার উদ্দেশ্যে বর্জ্য সংগ্রহের গাড়িগুলি স্থানীয় অনুষ্ঠান বাড়িতে ভাড়া দেওয়ার কাজে লাগাচ্ছেন। এছাড়াও কেন্দ্রের অবশিষ্ট খালি জমিতে তারা কেঁচো সার ব্যবহার করে কিছু সব্জি যেমন - লাউ, পেঁপে, শাক, কপি ইত্যাদি চাষ করছেন, যা কিনা বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের সময় উপভোক্তাদেরই বিক্রয় করা হচ্ছে। অপচনশীল বর্জ্যগুলিকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং পুনরায় ব্যবহার যোগ্য নয় এমন বর্জ্যগুলি ব্যবস্থাপনের কিছু অভিনব পন্থা ভাবেন নির্মল চক্রবর্তী।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে তিনি কেন্দ্রের সদস্যদের কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছেন প্লাস্টিক, পাথরকুচি ও বালির তৈরি ই পেভমেন্ট ইট, থার্মোকল ও মাটির শিবের মূর্তি, সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের তৈরি গণেশের মুখ, বালি ও প্লাস্টিককুঁচির ফুলের টব এবং কাগজের ও কচুরিপানার মণ্ডের প্লেট।

প্রতিটি দ্রব্যকে স্থানীয় স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সহায়তায় বাজারীকরণের চেষ্টা চলছে। তাই লাভের উৎস বহুমুখী হওয়ায় টানাপোড়ন থেকে কেন্দ্রটি অনেকটা দূরে রয়েছে। অন্যান্য যে কোনো কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য এই কেন্দ্রটি উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকবে। কারণ এই কেন্দ্রটি শুধুমাত্র সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন কেঁচো সার উৎপাদন দেখায়নি কেন্দ্রটি দেখিয়েছে বিভিন্ন উপায় কাজে লাগিয়ে কীভাবে প্রকল্পটিকে লাভজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।

মিশন নির্মল বাংলা
আমাদের প্রতিজ্ঞা। আমাদের গর্ব।